দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিজ্ঞানরূপে সাফল্য ... ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীলতা বর্জন করে মানববুদ্ধির তাত্ত্বিক প্রয়োগ ঘটিয়ে পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা গঠনের মাধ্যমে চিন্তার বা ধারণার বিপ্লব সাধন করতে হবে, তারপর পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে ঐ পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তব জগতের সমন্বয় সাধন করতে হবে। কান্টের মতে অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যে অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেও গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার সদৃশ চিন্তার বা ধারণার বিপ্লবের প্রয়োজন। কান্ট অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য ধারণার বা চিন্তার বিপ্লবের ক্ষেত্ররূপে জ্ঞানবিদ্যাকে নির্বাচন করেছেন। কেননা অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় (ঈশ্বর, আত্মা, ইচ্ছার স্বাধীনতা) সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভব কিনা সেটাই বিতর্কের বিষয়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাকে বলে? কোন্ কোন্ শর্তপূরণ হলে কোনো জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে—এই সকল সমস্যা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করেনি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করার জন্য কান্ট জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনসূচক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন যাকে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাসের প্রাথমিক প্রকল্পের (Copernicus' primary hypothesis) সঙ্গে তুলনা করেছেন। যা জ্ঞাত হয় তাকে বলা হয় জ্ঞানের বিষয় (object) এবং যে জানে তাকে বলা হয় জ্ঞাতা (knower) বা বিষয়ী (subject)। কান্টের পূর্ববর্তীকালে জ্ঞানবিদ্যায় যে মতবাদটি প্রচলিত ছিল সেই মতবাদ অনুসারে জ্ঞান হল বিষয়কেন্দ্রিক অর্থাৎ বিষয় দ্বারা জ্ঞান নির্ধারিত হয় (knowledge must conform to its object)। বিষয় দ্বারা জ্ঞান নির্ধারিত হয় বা জ্ঞান বিষয় অনুরূপ—এই মতবাদ

স্বীকার করলে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না বলে স্বীকার করতে হয়। কেননা বিষয়কে আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানি। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর। কান্টের মতে জ্ঞান মাত্রই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর বলে স্বীকার করলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানমাত্রই সার্বিক (universal) এবং আবশ্যিক (necessary)। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞান কখনোই সার্বিক ও আবশ্যিক হতে পারে না। ফলে জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর বলে স্বীকার করলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু কান্টের মতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে কেবল সম্ভব তাই নয়। গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় এরূপ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

কান্টের মতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সার্বিক ও আবশ্যিক হওয়ায় এরূপ জ্ঞান হল পূর্বতঃসিদ্ধ। যদি স্বজ্ঞা বা প্রতীতি বস্তুর গঠন অনুযায়ী হয় তাহলে কীরূপে বস্তু পূর্বতঃসিদ্ধ রূপে জ্ঞাত হয় তা বোধগম্য নয়। কিন্তু যদি স্বজ্ঞা বা প্রতীতির বৃত্তির গঠন অনুসারে বস্তু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) গঠিত হয় তাহলে বস্তু পূর্বতঃসিদ্ধ রূপে জ্ঞাত হতে পারে। এই সম্ভাবনার কল্পনা করলে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

> If intuition must conform to the constitution of the objects, I do not see how we could know anything of the latter *a priori* ; but if the object (as object of the senses) must conform to the constitution of our faculty of intuition, I have no difficulty in conceiving such a possibility [*Critique*, B xvii].

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কান্ট তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের আমূল পরিবর্তন করে বলেন যে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের অনুরূপ বা জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান দ্বারা নির্ধারিত (objects of knowledge must conform to our ways of knowing)। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতা বা বিষয়ীকেন্দ্রিক—এই মতবাদ গ্রহণ করলেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তথা পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা যায়। কান্টের মতে জ্ঞানের বিষয় মাত্রেরই একটি স্ব-স্থিত-সত্তা (thing-in-itself) বিদ্যমান। এই স্ব-স্থিত-সত্তা মানব বুদ্ধির আকারে আকারিত হয়ে প্রতিভাস (phenomena) রূপে জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হয়।

কান্টের মতে মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি (sensibility) বহির্ভূত স্ব-স্থিত-সত্তা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করে সংবেদন উৎপন্ন করে। স্ব-স্থিত-সত্তার সংবেদনকে মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি তার নিজস্ব আকার যথা দেশ ও কালের আকারে আকারিত করে অবভাস (appearence) রূপে গ্রহণ করে। এই অবভাসগুলিকে

মানব মনের অপরবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি (understanding) তার নিজস্ব পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা (*a priori* concepts or categories) দ্বারা সংশ্লেষিত করে প্রতিভাস রূপে জ্ঞানের বিষয় গঠন করে। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় বিষয়ী বা বিষয়ী প্রদত্ত জ্ঞানের আকার দ্বারা গঠিত হয়। কান্টের মতে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করলেই পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান রূপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে কান্টের প্রকল্পটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাসের প্রাথমিক প্রকল্পের সাথে তুলনা করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাসের প্রাথমিক প্রকল্পের পূর্বে টলেমির (Ptolemy) পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডল মতবাদটি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশরের বিজ্ঞানী টলেমির মতানুসারে পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী কোপারনিকাস টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডল মতবাদের আমূল পরিবর্তন করে বলেন যে সূর্য কেন্দ্রে অবস্থিত এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই পরস্পর বিরোধী মতবাদ দুটির কোনোটিই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সত্য নয়। কিন্তু টলেমির প্রকল্পের তুলনায় কোপারনিকাসের প্রকল্পটির ব্যাখ্যা ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ কোপারনিকাসের প্রকল্পটি গ্রহণ করেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাসের প্রাথমিক প্রকল্পটির সঙ্গে কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পটির কয়েকটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, কোপারনিকাসের পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রচলিত টলেমির মতবাদটি হল পৃথিবীকেন্দ্রিক সূর্য। কিন্তু কোপারনিকাস উক্ত মতবাদটির আমূল পরিবর্তন করে যে মতবাদ গ্রহণ করেন সেটি হল সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী। অনুরূপভাবে কান্টের পূর্বে জ্ঞানবিদ্যায় প্রচলিত মতবাদটি হল জ্ঞান বিষয়কেন্দ্রিক। জ্ঞান বিষয়ের অনুরূপ। কিন্তু কান্ট উক্ত মতবাদটির আমূল পরিবর্তন করে যে মতবাদ গ্রহণ করেন সেটি হল জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানকেন্দ্রিক বা জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের অনুরূপ। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপারনিকাসের প্রকল্পটি যেমন আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে তেমনি জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে কান্টের প্রকল্পটিও আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

দ্বিতীয়ত, জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির প্রকল্প অনুসারে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য সহ অন্যান্য গ্রহগুলি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। টলেমির এই প্রকল্প সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু কোপারনিকাসের প্রকল্প অনুসারে সূর্য স্থির এবং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কোপারনিকাসের প্রকল্প মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং আপাত দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। কেননা আমরা

আপাতদৃষ্টিতে সূর্যকে গতিশীল মনে করলেও কোপারনিকাসের মতে গতিশীল নয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী গতিশীল এবং পৃথিবীতে অবস্থিত মানুষও গতিশীল। কিন্তু মানুষ তার নিজের গতিশীলতা সূর্যের প্রতি আরোপ করে সূর্যকে গতিশীল বলে মনে করে। অনুরূপভাবে কান্টের পূর্ববর্তী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ সাধারণ মানুষের আপাতদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কেননা সাধারণ মানুষ জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞানাতিরিক্ত বলে মনে করে এবং জ্ঞান বিষয়ের অনুরূপ বলে ভাবে। কিন্তু কান্টের মতে মানুষ যখন জানে তখন স্ব-স্থিত-সত্তার সংবেদনের প্রতি তার জ্ঞানীয় বৃত্তিগুলি প্রদত্ত আকারগুলি আরোপ করে জ্ঞানের বিষয় গঠন করে। মানুষ যে বিষয়টিকে জানে সেই বিষয়টিকে দেশ ও কালে অবস্থিত বিষয়রূপে জানে। প্রকৃতপক্ষে দেশ ও কালের আকার হল মানব মন সঞ্জাত। সেজন্য কান্টের মতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানীয় বৃত্তি দ্বারা নির্ধারিত। কান্টের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পটি সাধারণ মানুষের আপাতদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

কান্টের মতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানীয় বৃত্তি দ্বারা নির্ধারিত। কেননা, এই প্রকল্প স্বীকার না করলে কঠোরভাবে সার্বিক ও আবশ্যিক রূপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধতা ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেবলমাত্র সার্বিক ও আবশ্যিকই নয়, এই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে নতুনত্ব (novelty) বিদ্যমান। সেজন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধতা ব্যাখ্যার জন্য যেমন কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পটি স্বীকার করা প্রয়োজন তেমনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নতুনত্ব বা তথ্যপ্রদানকারী বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য এরূপ জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জগতের যোগসূত্র স্বীকার করা প্রয়োজন। তাছাড়া যে কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যথার্থতা নির্ধারণের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হতে হয়। সেজন্য কান্ট স্বীকার করেছেন যে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও মানব মনের জ্ঞানীয় বৃত্তিগুলির যৌথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না, তেমনি মানব মনের কেবলমাত্র জ্ঞানীয় বৃত্তিগুলির ক্রিয়ার ফলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। কান্টের মতে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার বিষয় সম্পর্কেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানলাভের পরিধি সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা, আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত বা অবভাস (appearance) রূপে বিষয়কে জানি। কিন্তু স্ব-স্থিত-সত্তা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত না হওয়ায় জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। মননাত্মক বা অতিবর্তী অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি কোনো সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার বিষয়

না হওয়ায় এগুলি হল ইন্দ্রিয়াতীত বা অতীন্দ্রিয় বিষয় (supersensible things)। অতিবর্তী অধিবিদ্যা এই সকল ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের দাবি করে। কান্টের মতে অতিবর্তী অধিবিদ্যার দাবি স্ববিরোধী। কেননা অতিবর্তী অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সীমা বহির্ভূত হওয়ায় এই বিষয়গুলিকে শর্তহীন (unconditioned) বলা হয়। যদি 'শর্তহীন' বা অতীন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানের বিষয় হয় এবং জ্ঞানের বিষয় মাত্রেই জ্ঞানের শর্তাবলী অনুসারে গঠিত হয় তাহলে যা শর্তহীন তা শর্তযুক্ত (conditioned) হয়ে পড়ে। ফলে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের দাবি স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। সুতরাং কান্টের মতে অতিবর্তী অধিবিদ্যার আলোচ্য অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি তাত্ত্বিক জ্ঞানের (theoretical knowledge) বিষয় হতে পারে না। কেননা, কান্ট মনে করেন তাত্ত্বিকভাবে কোনো কিছু জ্ঞানের বিষয় হতে পারে যখন তা ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিসরের মধ্যে অবস্থান করে। ঈশ্বর, আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা—এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি যেহেতু ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিসরের মধ্যে অবস্থান করে না সেহেতু এই বিষয়গুলি তাত্ত্বিকভাবে জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। ফলে এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও সম্ভব নয়। তাছাড়া কান্ট মনে করেন যে অধিবিদ্যা যেহেতু পুরোপুরিভাবে বুদ্ধি নির্ভর আলোচনাশাস্ত্র সেহেতু কোনো আধিবিদ্যক তত্ত্ব সম্পর্কে অধিবিদ্যাবিদ্‌গণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলে কোন্ মতটি সঠিক তা নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে দাবি করা হলেও অধিবিদ্যা বিজ্ঞানরূপে গড়ে উঠতে পারেনি।

কান্টের মতে অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভব না হলেও এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের বিষয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও আমরা ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করতে পারি না তবুও এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্বাস বা চিন্তা করার ব্যবহারিক ভিত্তি (practical ground) বিদ্যমান। অনুরূপভাবে, ঈশ্বর ও আত্মার অমরতা সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক (তাত্ত্বিক) জ্ঞান সম্ভব না হলেও এগুলি সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস বা চিন্তা করতে পারি এবং এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশ্বাসের (faith) ব্যবহারিক যুক্তি (practical reason) বিদ্যমান। সেজন্য কান্ট দাবি করেছেন যে ঈশ্বর, স্বাধীনতা এবং অমরতা—এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করে, তিনি এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশ্বাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

> I have therefore found it necessary to deny *knowledge*, in order to make room for *faith* [*Critique*, B xxx].

পরিশেষে বলা যায় যে কান্ট অধিবিদ্যার বিজ্ঞানরূপে সম্ভাবনা স্বীকার না করলেও ব্যবহারিক যুক্তিতে (practical reason) অধিবিদ্যার গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। যেহেতু আধিবিদ্যক অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি হল নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মৌলিক স্বীকার্য সত্য সেহেতু কান্ট এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।